দামুড়হুদায় গাঁজাসহ গ্রেপ্তার, ১৫ দিনের কারাদণ্ড; পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামি আটক

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৩ গ্রাম গাঁজাসহ মকবুল হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টার দিকে এসআই (নিঃ) মিজানূর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ব্রিজের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে মকবুল হোসেনকে আটক করা হয়। তিনি দামুড়হুদা দশমীপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করা হলে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোঁচড় থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা গাঁজার ওজন ৩ গ্রাম, যার আনুমানিক মূল্য ২০০ টাকা। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আলামত জব্দ তালিকার মাধ্যমে গাঁজাটি জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে মকবুল হোসেনকে থানায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত)-এর আদালতে উপস্থাপন করা হলে আদালত তাঁকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অপরদিকে, একই দিনে থানা এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সিআর-৩১৯/২৬ মামলার আসামি জিহাদ আলী তরুণ

(২৮), সাং- দলকা লক্ষ্মীপুর (গয়েশপুর); পারিবারিক জারী ৩৫/২১ মামলার আসামি আব্দুল আজিজ (৩৮), সাং- উত্তর চাঁদপুর; দামুড়হুদা থানার মামলা নং-১৮/১৮, জিআর-৩৬৪/১৮-এর আসামি রমজান (২০), সাং- হুদাপাড়া মাঝপাড়া; এবং দামুড়হুদা থানার মামলা নং-০৭/২২, জিআর-১৩৫/২২-এর আসামি রাজন (২০), সাং- বিষ্ণুপুর মাস্টারপাড়া।

গ্রেপ্তারকৃত সব আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাতসহ অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারে থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ যুবক আটক, ৩ মাসের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাঁকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) আদালতে হাজির করা হলে আদালত ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই পবিত্র মণ্ডল সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঠালতলা গ্রামের আসমত আলীর বাড়ির পূর্ব পাশ থেকে আনারুল ইসলাম (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচর থেকে সাদা পলিথিনে রাখা ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে বিধি মোতাবেক মাদকদ্রব্যটি জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) তাঁকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ, চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মহেশপুরে ৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকার ভারতীয় ঔষুধ উদ্ধার, দম্পতি আটক

ঝিনাইদহে মহেশপুরে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ ওষুধসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার নেপা গ্রাম থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, বাঘাডাংঙ্গা গ্রামের সোহারাব হোসেনের ছেলে মো: জাকরিয়া (২৯) এবং তার স্ত্রী মোছা:পারভিন (১৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানার এস আই মো: টিপু সুলতানের নেতৃত্বে একটি টিম নেপা গ্রামে আব্দুল মালেকের বাড়ির ২য় তলায় একটি ভাড়া বাসায় অভিযান চালায়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় জাকারিয়া ও তার স্ত্রীকে আটক করা হয়।

পরে তাদের দেওয়া তথ্যমতে বিছানার নিচে তল্লাশি চালিয়ে ৬,৭০০ পিস

ভারতীয় উত্তেজক ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজাদ রহমান বলেন, এ বিষয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আসামিদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া চোরাচালান ও মাদক দমনে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও তিনি জানান।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক হিরন আটক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় নিজ বাসভবন থেকে তাকে আটক করা হয়। রোববার বিকেলে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা একটি মামলায় মিজানুর রহমান হিরনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলার পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গাংনীতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা: মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে দায়িত্ব পালনকালে দুই সাংবাদিককে মারধর, আটকে রাখা এবং সংবাদ সংগ্রাহর সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগের মামলায় মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের নিমতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি যৌথ দল অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লব ও রফিকুজ্জামান বাবর আলী। তারা এ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

এর আগে শনিবার (২৯ আগস্ট) তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে খায়রুজ্জামান ওরফে আকামত নামে মামলার এক অজ্ঞাতনামা আসামিকে আটক করে পুলিশ। এ নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হলো।

মামলার এজাহার ও সাংবাদিকদের অভিযোগ অনুযায়ী, শুক্রবার (২৮ আগস্ট) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য ধারণ করতে যান নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক।

এ সময় তাদের ওপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। পরে তাদের দুটি মোবাইল ফোন ও নাগরিক টেলিভিশনের বুম মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রাখার অভিযোগ করা হয়।

হামলায় আহত দুই সাংবাদিককে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা গাংনী থানায় গিয়ে মামলা করেন।

এ ঘটনায় দুই শিক্ষকসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনের বিরুদ্ধে গাংনী

থানায় মামলা হয়। মামলার নম্বর ৪৬/২৬। এতে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯, ১১৪ ও ৫০৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার পর থেকেই জড়িতদের শনাক্ত ও আটকে অভিযান শুরু করে পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে মামলার অজ্ঞাতনামা এক আসামিকে এবং পরে মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হলো।

গাংনী থানা পুলিশ জানিয়েছে, মামলার বাকি আসামিদের শনাক্ত ও আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তে ঘটনার সঙ্গে কার কী ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক

দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ

ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মেহেরপুরে তরুণীর হাত কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন, অভিযুক্ত সায়ন আটক

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তরুণীর বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। ঘটনার পর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত দেড়টার দিকে লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তাঁর স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাঁদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। হামলায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে কুপিয়ে তাঁর ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তাঁর বাবা-মা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এতে সেলিম হোসেন ও রেবেকা খাতুন আহত হন। পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সায়ন।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটকের জন্য অভিযান শুরু করে।

পরে শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সায়নকে আটক করে সদর

থানা পুলিশ। অভিযুক্ত সায়ন ওই এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, “ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। হামলার কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”

এদিকে, বাড়িতে ঢুকে এমন নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে এই হামলা এবং এর পেছনে কোনো পূর্ববিরোধ বা সম্পর্কের বিষয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাজশাহীতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দর্শনার স্কুলছাত্র উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর মুক্তিপণ দাবি করা নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাজশাহীর পৃথক দুটি এলাকার দুই যুবককে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে পুলিশের একটি দল দর্শনা থানায় ফিরে এসেছে। বর্তমানে আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীর নাম নাইম উদ্দিন (১৪)। সে দর্শনা থানার প্রতাপপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুল আলীমের ছেলে এবং মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আটক দুজন হলেন রাজশাহী মহানগরের রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ এলাকার মো. রুবেল (৩৭) এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার এলাকার মো. সুমন (৩৫)।

পরিবার ও থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২২ আগস্ট সকাল আনুমানিক ১১টা ৫ মিনিটের দিকে নাইম প্রতিদিনের মতো বাড়ির সামনে পাকা রাস্তায় খেলতে বের হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও

ব্যক্তিদের ভূমিকা কী—এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। তদন্তে জড়িত অন্য কারও নাম বা সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ আটক তরিকুল ইসলাম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে দুপুরে কসবা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত তরিকুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়িতে মাদক রেখে কেনাবেচা করা হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তরিকুল ইসলামকে আটক করে। শরীর তল্লাশী করা হলে তার কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তরিকুল ইসলামকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।